দুই কোটি ৩৫ লাখ টাকার ১১ টি সোনার বার উদ্ধার

বিজিবি’র চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) দর্শনার ঠাকুরপুরে অভিযান চালিয়ে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত ঊননব্বই টাকা মূল্যের ০৩ কেজি ৭৪০ গ্রাম (৩২০.৬৪ ভরি) ওজনের ১১টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।
গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর নিস্তার আহমেদ এর তত্ত্বাবধানে অদ্য ঠাকুরপুর বিওপির টহল কমান্ডার জেসিও-৮১৬০ নায়েব সুবেদার মোঃ কাজী আজাদ এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে একটি টহলদল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত ঠাকুরপুর সীমান্তের মেইন পিলার ৮৯ হতে আনুমানিক ০২ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠাকুরপুর কবরস্থানের আম বাগানের মধ্যে স্বর্ণ চোরাচালান হচ্ছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টহলদল সেখানে ওৎ পেতে থাকে। সময় আনুমানিক ০৭ টা ১৫ মিনিটের সময় ০১জন লোক বাইসাইকেল চালিয়ে বাংলাদেশ হতে ভারতের দিকে যাওয়ার সময় টহলদল উক্ত ব্যক্তিটিকে ধাওয়া করলে লোকটি তার সাইকেল ও কোমরে বাঁধা কাপড় ফেলে পালিয়ে যায়। টহলদল কাপড়ের ব্যাগটি জব্দ করে উপস্থিত লোকদের সামনে ব্যাগটি খুলে ০৩ কেজি ৭৪০ গ্রাম (৩২০.৬৪ ভরি) ওজনের উন্নত মানের ১১ টি বিভিন্ন সাইজের স্বর্ণের বার এবং ০১টি বাই সাইকেল আটক করতে সক্ষম হয়, যার আনুমানিক মূল্য ২,৩৫,৬৬,৫৮৯/- (দুই কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত ঊননব্বই) টাকা।

উদ্ধারকৃত স্বর্ণ দর্শনা থানায় হস্তান্তর করে ঠাকুরপুরের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (ফিজুর) (২৮) পলাতক আসামি দেখিয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলার বাদি হয়েছেন নাঃ সুবেঃ আবুল কালাম আজাদ । (প্রেস বিজ্ঞপ্ত)

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মনিরুল নিহত

মেহেরপুর- চুয়াডাঙ্গা সড়কের কুলপালায় বালু ভর্তি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মনিরুল ইসলাম (৪০) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার ভোর ৫টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনিরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কুপাজ উদ্দিনের ছেলে। জানা গেছে, মনিরুল ইসলাম গতকাল বিকেলে কলা বিক্রির উদ্দেশ্যে বরিশালে যান। বরিশাল থেকে মেহেরপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চুয়াডাঙ্গার কুলপালা নামক স্থানে এসে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারালে সামনে থাকা বালুভর্তি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মনিরুল ইসলাম মারা যান এবং পিকআপ চালক মোঃ বকুল (৩৫) গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম এসে তাদেরকে উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় ১ জনের মৃত্যু আক্রান্ত ১০

চুয়াডাঙ্গায় মঙ্গলবার করোনা আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১০ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৮ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে ১০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭০৬ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ মঙ্গলবার ১১০ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৩১০ জন।এ দিকে ১৫১ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৬ হাজার ৬৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ১০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭০৬ জনে। মঙ্গলবার কোন রোগী সুস্থ না থাকলেও। এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৯৯ জন।

বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২০ জন আর বাড়িতে আছেন ৩৭৯ জন। নতুন যে ১০ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৭ জন আলমডাঙ্গায় উপজেলায় ২ জন এবং জীবননগরে উপজেলায় ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১৪.৩৯ শতাংশ।

বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এনসিটিএফ এর কর্মশালায় এসপি জাহিদ

চুয়াডাঙ্গায় ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) এর আয়োজনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিশু তরুণ এবং অভিভাবকদের শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । মঙ্গলবার সাড়ে এগারো টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ পার্ক কমিউনিটি সেন্টারে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিশু তরুণ এবং অভিভাবকদের করণীয় শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি থেকে উক্ত বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ।

এ সময় তিনি বলেন, বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক অন্যায় একে প্রতিহত করুন, এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা৷ ইউনিসেফের শিশু ও নারী বিষয়ক প্রতিবেদনে অনুসারে বাংলাদেশের ৬৪% নারীর বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে৷ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে ছেলেদের বিবাহের বয়স নুন্যতম একুশ এবং মেয়েদের বয়স আঠারো হওয়া বাধ্যতামূলক৷ অশিক্ষা, দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক নানা কুসংস্কারের কারনে এ আইনের তোয়াক্কা না করে বাল্য বিবাহ হয়ে আসছে৷

তিনি আরোও বলেন, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এ আইনে ২২টি ধারা আছে। তন্মধ্যে ১৯ ধারা বিশেষ শর্ত–সম্পর্কিত। বাল্যবিবাহ হলেই এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন অবস্তুায়ই নিকাহ রেজিষ্টার যেন বিবাহ নিবন্ধন না করেন, সেরূপ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে৷ প্রতিটি ইউনিয়নে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যেতে পারে৷ নবম ও দশম শ্রেনীর পাঠ্য বইতে এ বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হলে এর সুফল পাওয়া যাবে৷ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বেসরকারী সংস্থাগুলোও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে৷ প্রতিটি থানাসহ পুলিশ সুপারের কার্যালয় নারী ও শিশু হেল্পডেক্স, উইমেন সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সেখানে কর্মরত নারী ও শিশু বান্ধব কর্মকর্তাগন নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে চলেছেন। ইতোমধ্যে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী’র মধ্যকার মনোমালিন্যের অবসান ঘটিয়ে অসংখ্য ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগানো হয়েছে। অবুঝ শিশু ফিরে পেয়েছে তাদের বাবা মাকে। আমার নিজ উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গায় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই গর্বিত পিতা-মাতার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ পুরস্কার। “কন্যা সন্তান বোঝা নয়, আশীর্বাদ কন্যা সন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কন্যা সন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করে। কন্যা সন্তান জন্ম হলে ফোন করুন উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে।” যা অদ্যবদি পর্যন্ত চলমান রয়েছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠির অর্ধেক নারী। এই বিপুল সংখ্যাক নারী পিছিয়ে থাকলে সামগ্রীক উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি চুয়াডাঙ্গা সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যতান প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরনে সহযোগিতা কামনা করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার

মোঃ সাজিদ হোসেন, ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) এর সদসবৃন্দ, সাংবাদিকগন, শিশুকিশোর ও অভিভাবকবৃন্দ।

দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানির যাত্রা শুরু হয় যেভাবে

দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানির যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৮ সালের দিকে তারপর থেকে দিন কারখানা বাড়ছে ফলে নতুন করে যোগ হচ্ছে কর্মস্হল বাড়ছে কাজের পরিধি। বর্তমানে করোনো পরস্হিতি খুব যখন খারাপ অবস্হা ঠিক তখন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি করোনো থেকে বাঁচতে তৈরি হলো হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার জেলা প্রশাসক সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি আমলে নেয়। তার আগে কৃষক কিভাবে লাভবান হবে সেই হিসাবে গুনগত মান রেখে তৈরি হলো জৈব সারখানা এ জৈব সার ব্যাবহার করে বর্তমান কৃষকরা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাংলাদেশে এই জৈব সারখানা তেও লাভের মুখ দেখছে বছর দুই ধরে। এ সবের পিছনে যার অবদান রয়েছে তার কথা না বল্লেই নাই তিনি শিক্ষা যোগ্যতা মেধা দিয়ে গোপন সহকারী থেকে আজ তিনি এডি এম। দীর্ঘদিন ধরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কিভাবে লাভবান হবে কি করলে কেরু বাঁচবে তার চিন্তা চেতনা শুধু কেরু এ্যান্ড কোম্পানি কে নিয়ে।

বর্তমানে তিনি হাটি হাটি পা করে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসন বিভাগের দায়িক্ত পালন করছেন শেখ মোঃ শাহাবুদ্দিন,। কেরু এ্যান্ড কোম্পানি ৭৬ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে ২০ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে ৩০ কোটি ২৯ লাখ টাকা লাভ করেছে বলে জানিয়েছেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সুযোগ্য ব্যাবস্হাপনা পরিচালক আবু সাঈদ। দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর চিনি কল প্রতিষ্ঠার পেছনের ঘটনা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তার যাত্রা শুরু হয়েছিলো একটি ডিস্টিলারি বা চোলাই কারখানা হিসেবে। পরবর্তীতে তার সাথে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া যুক্ত হয় যা ১৯৩৬-১৯৩৮ সালে আধুনিকীকৃত হয়। এই কারখানার সাথে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে

উত্তর প্রদেশের কানপুর-এর উপকন্ঠে প্রতিষ্ঠিত ভারতের সর্বপ্রথম যান্ত্রিক ভাটিখানার সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়।

ওই ভাটিখানার প্রতিষ্ঠাতা জন ম্যাক্সওয়েল ব্যবসায়িক কারণে ১৮৪৭ সালে ২৭ বছর বয়সী আইরিশ মদ্য-বিশারদ রবার্ট রাসেল কেরু’কে তার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করেন। কালক্রমে প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণস্বত্ত্বের অধিকারী হন মি. কেরু এবং ১৮৮৭ সালে তিনি এটি’কে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করে কলকাতায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানী নামে নিবন্ধন করেন – যার লিখিত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিলো সাধারণ পণ্যের কারবার ও চোলাইজাত মদ সহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদন। কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস ছিলো কলকাতার ৪ ফেয়ারলি প্লেসে বর্তমানে যার অবস্থান ভারতীয় পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে সদরদপ্তরের ঠিক বিপরীতে।

কোম্পানির কাগজে রবার্ট রাসেল কেরু’র ঠিকানা ছিলো ২০ নং ল্যাংকাস্টার গেট, লন্ডন। কোম্পানীর অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ছিলেন ডেভিড ইজিকেল যিনি মূলতঃ চিনি ও মদ সহ বিবিধ পণ্যের কারবারি ছিলেন। কলকাতা ও চট্টগ্রামে তার এসব পণ্যের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ছিলো। মদ্য বিষয়ক ইতিহাস-উপাত্তের ডেটাবেজ মোতাবেক রবার্ট রাসেল কেরু ১৮৮৭ সালে দর্শনায় পূর্ববঙ্গের প্রথম আধুনিক ভাটিখানা প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের উপকূলবর্তী টরকি’তে অসুস্থ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মি. নিকলসন।

পরবর্তীতে লায়ল মার্শাল অ্যান্ড কোম্পানী’কে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ১৯৩৮ সালের একটি মামলার নথি হতে প্রতীয়মান হয় ১৯২৯ সালে কোম্পানিটি চোলাইজাত মদ ও চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছিলো। ওই নথিতে আরো উল্লেখ আছে আধুনিক চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৩৬ সালে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা হতে ৪৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। এরই সূত্র ধরে ধারণা করা যায় দর্শনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির আধুনিক চিনি উৎপাদন ইউনিটটি ১৯৩৬ হতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রাচীন ক্ষুদ্র ইউনিটটি সম্ভবতঃ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত চোলাই কারখানার সাথে যুক্ত হয়ে থাকবে। তবে চোলাইকর বা মদ উৎপাদনের ব্যপারে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক বাধার বিষয়টি মাথায় রেখে লোকালয়ের যথেষ্ট বাইরে অপেক্ষাকৃত নির্জন অথচ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমবার (৩০ আগস্ট) সকালে পাকশী থেকে উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন এসে সকাল আটটায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। লাইনচ্যুত ৩টি ট্যাংক তুলে দুপুর ১২টায় মেইন লাইনটি সচল করে।
উথলী রেলস্টেশনে কর্মরত মাস্টার মোহাম্মদ আলী জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসকে পাস করানোর জন্য একটি তেলবাহী ট্যাংকার রাত ১২টা ৪০ মিনিটে উথলী স্টেশনে লুপ লাইনে দাঁড় করানো হয়। এ সময় সুন্দরবন পার হয়ে গেলে তেলবাহী ট্রেনটি যাত্রা শুরু করলে স্টেশনের হোম সিগন্যালের কাছে ট্রেনটির ৫টি ট্যাংকার লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এরপর থেকে এ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে উথলী রেলস্টেশনের পাশে পুকুর থেকে বালি তোলার কারনে রেললাইনের এক পাশ দেবে যাওয়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। এদিকে এ ঘটনাটি তদন্তের জন্য পাচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যেই তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কমিটির অন্যতম সদস্য পাকশী ডিভিশনের প্রধান পরিবহন কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন জানান,কি কারনে রেল লাইনচ্যুত হল বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।তেলবাহী ট্যাংকারটি ৩০টি ট্যাংক নিয়ে খুলনা থেকে নাটোরে যাচ্ছিল।

চুয়াডাঙ্গায় ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় শনিবার আবারো করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৬ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শুন্য থাকলেও শনিবার নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৯৪ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ শনিবারে ৮৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে। এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ১৩৬ জন।

এ দিকে ১৪৩ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৬ হাজার ৪৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এ সময় ১৮ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৯৪ জনে।এ সময় সুস্থ হয়েছেন আরও ১০৭ জন । এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হলেন ৫ হাজার ৯৮৯ জন।

বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২০ জন আর বাড়িতে আছেন ৪৭৯ জন। নতুন যে ১৮ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ১০ জন আলমডাঙ্গায় ৫ জন দামুড়হুদার ২ জন এবং জীবননগরে ১ জন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১৩ শতাংশ।

জীবননগরে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

বেশি বেশি মাছ চাষ করি ,বেকারত্ব দুর করি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জীবননগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়ার মৎস্য কর্মকর্তা দপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে,মতবিনিময় সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর থানার এস আই সাইদুজ্জামান,উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান।এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন,সাপ্তাহিক জীবননগর বার্তার সম্পাদক শামসুল আলম,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি

জাহিদ বাবু,সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,সাংবাদিক আকিমুল ইসলাম,মিঠুন মাহমুদ,মাজেদুল মিল্টন,মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গা সদরে আবারও করোনার ধাক্কা। শুক্রবার ঊর্ধ্বগতিতে বেড়েছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আবারো আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৬ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শুন্য থাকলেও শুক্রবার নতুন করে ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৭৬ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ শুক্রবার কোনো নমুনা সংগ্রহ না করলেও ।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ০৫১ জন।এ দিকে ৫৭ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৬ হাজার ২৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এ সময় ৪৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৭৬ জনে।এ সময় সুস্থ রোগী না থাকলেও ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হলেন ৫ হাজার ৮৮২ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২৩ জন আর বাড়িতে আছেন ৫৬৫ জন। নতুন যে ৪৫ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৩০ জন আলমডাঙ্গায় ৭ জন দামুড়হুদার ৭ জন এবং জীবননগরে ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১২.৭৭ শতাংশ।

দামুডহুদা ও দর্শনা এলাকায় ভারি বর্ষনে পাকা ধান নিয়ে কৃষকের নাজেহাল অবস্থা

গত বৃহস্পতিবার রাতে দামুডহুদা উপজেলা ও দর্শনা এলাকায় প্রবল ও ভারী বৃষ্টি বর্ষণের কারনে নিচু এলাকার জমির পাকা ও আধাপাকা ধান পানিতে ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। কৃষক আরিফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম ও কাছেদ মন্ডল জানান গতকালের মত শুক্র ও শনিবার যদি ফের ভারী বর্ষন হয় তাহলে এলাকার কাচা আধাপাকা ও পাকাধান পানিতে তলিয়ে যাবে ।

তার পরেও এলাকায় লেবার সংকট চলছে চরমে, লেবার তো পাওয়া যাচ্ছেইনা তারপর আবার দাম চড়া। খুব কষ্ট করে নিজেরাই তলিয়ে যাওয়া ধান কেটে ডাঙায় তুলছি।

এ বিষয়ে দামুডহুদা উপজেলা কৃষি-কর্মকর্তা মো মনিরুজ্জামান জানান অতি বর্ষনে আমন ক্ষেতে পানি বেধেছে, বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে ধান ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।

তিনি জানান এ বছর দর্শনা ও দামুডহুদা উপজেলায় ৭হাজার হেক্টর জমিতে আমনধান চাষ করা হয়েছে । তিনি জানিয়েছেন এ বছর যদি বর্ষনের কারণে ধানের ক্ষতি না হয়, তাহলে গত বছরের চেয়ে এ বছর ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।